যুগান্তর

তারিখ 25 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে নজরদারি প্রয়োজন

আজকাল আমাদের দেশে বিশেষ করে সমগ্র ঢাকা শহরে কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠেছে। ২/৩টা ঘর নিয়েই অধিকাংশ স্কুল গড়ে উঠেছে। বাহারি বিজ্ঞাপন আর মনভোলানো কথার ছলে এসব স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের আকৃষ্ট করছে। অধিকাংশ অভিভাবক দূরত্ব, নিরাপত্তা, খরচ ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে ওইসব স্কুলে ভর্তি করাচ্ছেন তাদের বাচ্চাদের। অনেকটা বাধ্য হয়েই তারা নিম্নমানের ওইসব প্রতিষ্ঠানকেই বেছে নিচ্ছেন। আজকাল আবার প্লে-গ্রুপ, ১ম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য কোচিংয়েরও প্রচলন ঘটেছে। কিন্তু বাস্তবতা বিচার করলে দেখা যাবে তথাকথিত কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে বাচ্চারা কি শিখছে।

অধিকাংশ স্কুলে নিজেদের মনগড়া সিলেবাস আর বইয়ের মাধ্যমে পাঠদান চলছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে ক্লাসপ্রতি অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণ, এমনকি ২-১ জন নিয়েও ক্লাস চলছে। পর্যাপ্ত সহপাঠীর অভাবে বাচ্চাদের মধ্যে লজ্জাবোধটা কাটছে না, প্রতিযোগীর অভাবে তারা নিজেদের মেধার যথাযথ বিকাশও ঘটাতে পারছে না। এতে করে দিনদিন শিক্ষিতের হার বাড়লেও প্রতিভার পরিমাণটা কমতির দিকে চলছে। বাস্তবতা বিচার করলে দেখা যাবে, কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে পাস করে বের হওয়া শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না।

শুধু কিন্ডারগার্টেন স্কুলের কথা বললে ভুল হবে। হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাদে ইংলিশ মিডিয়াম নামধারী স্কুলের

অবস্থাও একইদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ওইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জোর করে অতিরিক্ত শিক্ষা গেলানো হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক লেভেলের পাঠদান করানো হচ্ছে। যার ফলে দিন পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত চাপের ফলে তাদের মাথা থেকে তা হারিয়ে যাচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তারা সেটা ব্যবহার করতে পারছে না। অতিরিক্ত পড়ার চাপ মাথায় রাখতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা বইয়ের পড়া শেষ করতে গিয়ে বইয়ের বাইরের বিষয়গুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ওইসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আশানুরূপ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। একটা কথা অনস্বীকার্য, বর্তমানের অভিভাবকরা বাচ্চাদের পড়াশোনার ভার স্কুল শিক্ষক আর প্রাইভেট টিউটরদের ওপর ন্যস্ত করে তারা টিভির বিভিন্ন সিরিয়াল, শপিং, পার্টি ইত্যাদির মতো বিনোদন নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকছেন এবং নিজে বাচ্চাদের পড়ানোর দায়িত্ব নেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না বা সেসব দায়িত্ব থেকে দূরে থাকছেন। যার ফলে বাচ্চারা প্রকৃত গাইড পাচ্ছে না। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনিটরিংয়ের জন্য প্রশাসনিক পর্যায় থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও অজানা কোন কারণে তার বাস্তবায়ন এখনও লক্ষণীয় নয়।

এসএম ইমরানুল ইসলাম (রাজন)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা